ফোল্ডেবল ফোনে জোর স্যামসাংয়ের

সম্প্রতি গ্যালাক্সি ফোল্ড বাজারে এনেছে স্যামসাং। এ এমন এক স্মার্টফোন যা ভাঁজ করা যায়। ঠিক একই ধরনের আরও দুটি ফোন বাজারে আনতে চলেছে স্যামসাং। কিন্তু নতুন ফোন দুটির সঙ্গে গ্যালাক্সি ফোল্ডের অনেক ক্ষেত্রে ফারাক থাকবে। নতুন একটি মডেলের ক্ষেত্রে হুয়াওয়ের নকশা ধার করতে চলেছে স্যামসাং। অন্য ফোনটির নকশা অনেকটা মোটোরোলা রেজর-এর কাছাকাছি হবে বলে বাজারে জল্পনা। বার্সেলোনায় মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে ফোল্ডেবল ফোন নিয়ে চর্চা বেশি থাকলেও বাস্তবে বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা কেমন থাকবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোল্ডের মডেল প্রকাশ্যে আনলেও ওই মডেল এখনও বিক্রির জন্য বাজারে আসেনি। তবে বাজারের খবর, স্যামসাং এই বছর অন্তত ১০ লক্ষ ফোল্ডেবল ফোন তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, ইনটারন্যাশনাল ডেটা কর্পোরেশনের পূর্বাভাস হল, এই বছর স্মার্টফোনের বিক্রি কমতে পারে।

ভাঁজ করা ফোন বানাবে অ্যাপল

স্যামসাং এবং হুয়াওয়ে এমন ফোন বাজারে এনেছে যা ভাঁজ করা যায়। এখন অ্যাপলের সহ প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াকের আশা, অদূর ভবিষ্যতে অ্যাপলও এমন ফোন আনবে। তাঁর আশঙ্কা, অ্যাপল যদি এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে। অ্যাপল যে সবসময় নতুন ধরনের ডিভাইস সব কোম্পানির আগে বাজারে আনে, তা নয়। স্মার্টফোন, স্মার্টওয়াচ, ট্যাবলেট এবং পার্সনাল কম্পিউটার-সব ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু তারা যখন নিজস্ব সংস্করণ বাজারে আনে তখন তাতে অ্যাপলের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট থাকে। অতএব, বিশেষজ্ঞদের ধারণা, অ্যাপল যদি অনেক পরেও ফোল্ডেবল ফোন বাজারে আনে, তাহলেও তারা স্যামসাং বা হুয়াওয়েকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে। ওজনিয়াকের বক্তব্য, ফেসিয়াল আইডি, টাচ আইডির মতো প্রযুক্তিগত সুবিধার ক্ষেত্রে অ্যাপল যে এগিয়ে থাকে, সেটা ঠিক। কিন্তু ফোল্ডেবল ফোন বাজারে আনার ক্ষেত্রে কেন যে অ্যাপল দেরি করছে, সেটাই ওজনিয়াকের উদ্‌বেগের কারণ। তাঁর মনে হয়েছে, ২০০৭ সাল থেকে আইফোনের সাফল্যের পর অ্যাপল এতটাই আত্মসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে যে তারা উদ্ভাবনী ক্ষমতা হারিয়েছে। তবে ওজনিয়াক যাই বলুন না কেন, অ্যাপল যে ফোল্ডেবল ফোন আনতে চলেছে, বাজারে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। নতুন একটি পেটেন্ট থেকে এমন ধারণা হচ্ছে। পেটেন্টের জন্য যে আবেদন জমা পড়েছে তাতে শুধু যে ফোল্ডেবল আইফোনের কথা বলা হয়েছে তাই নয়, আইপ্যাড ও ম্যাক-এর কথাও রয়েছে ওই আবেদনে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যাপল যদি ২০২০ সালের মধ্যে ফোল্ডেবল ফোন বাজারে না আনে তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ওয়্যারলেস চার্জার

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকারে বড়ো হচ্ছে স্মার্টফোনগুলি। পাশাপাশি ফোনের বডি তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে কাচ জাতীয় সামগ্রী। কাচের মতো ভঙ্গুর পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্য ফোন উৎপাদকদের কোনো ষড়যন্ত্র নেই। বরং আছে বৈজ্ঞানিক ভাবনা। কারণ আসছে ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের যুগ। আর কাচ জাতীয় সামগ্রী ফোনটিকে তার ছাড়াই চার্জ হওয়ার সুবিধা দেয়। ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের মাধ্যমে ওয়্যারলেস চার্জিং প্রযুক্তি কাজ করে। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন হওয়া ভোল্টেজ তার ছাড়াই কোনো ফোনকে চার্জ করতে পারে। বিভিন্ন সংস্থার তৈরি করা ওয়ারলেস চার্জারগুলি মূলত দুধরনের হয়। একটি ম্যাটের মতো, অন্যটি স্ট্যান্ডের আকৃতির। বসার বা শোয়ার ঘরে ব্যবহারের জন্য ম্যাটের তুলনায় স্ট্যান্ড আকৃতির ওয়্যারলেস চার্জার ব্যবহার করাটাই শ্রেয়। সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারী সরাসরি ফোনের স্ক্রিনটি দেখতে পাবেন।

ব্যক্তিগত মেসেজ নিরাপদ করবে ফেসবুক

২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য অবৈধভাবে ব্যবহারের কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকে তথ্যসুরক্ষা নিয়ে উদ্‌বেগ বাড়তে থাকে। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য, বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকরা এ ব্যাপারে বারবার উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন।

নিজেদের প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত মেসেজ এনক্রিপ্ট করার পথে এগোচ্ছে ফেসবুক। সংস্থার কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গ মনে করেন, ব্যক্তিগত মেসেজের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। তিনি জানিয়েছেন, বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার পর পরিকল্পনায় কিছু রদবদল হতে পারে। ফেসবুকের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর জনপ্রিয় এই সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নজরদারি অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। এবং ফেসবুকের আয়ের উপরও এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে। কারণ, বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনের জন্ম হয় গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে। তা থেকেই ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দের আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু জুকেরবার্গ বলছেন, এই সবে তাঁর কোনো সমস্যা নেই। তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষিত রাখা। জুকেরবার্গের কৌশল অনুযায়ী, মেসেঞ্জার অ্যাকাউন্ট থাকলেই ফেসবুকের গ্রাহক হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করতে পারবেন এবং ব্যক্তিগত বার্তা বিনিময়ের সময় গ্রাহকরা এটা ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত থাকছে।

২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য অবৈধভাবে ব্যবহারের কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকে তথ্যসুরক্ষা নিয়ে উদ্‌বেগ বাড়তে থাকে। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য, বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকরা এ ব্যাপারে বারবার উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, তথ্যসুরক্ষায় ফেসবুক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে না। অথচ হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রামের মতো ব্যক্তিগত বার্তাবিনিময়ের বড়ো প্ল্যাটফর্মগুলি ফেসবুকের নিয়ন্ত্রণে এবং প্রতিটির গ্রাহক সংখ্যা ১০০ কোটির বেশি। এদের মধ্যে একমাত্র হোয়াটসঅ্যাপেই তথ্য পুরোপুরি সুরক্ষিত বলে দাবি করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মেসেজ এনক্রিপশনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর আপত্তিকর পোস্টের উপর নজর রাখা অসুবিধাজনক হতে পারে। পুলিশ যখন তখন অনলাইন চ্যাট রেকর্ড খতিয়ে দেখতে পারবে না।

অপোর হাতিয়ার ৫জি

স্মার্টফোনের বাজারে এই মুহূর্তে সবথেকে আলোচিত ফোল্ডেবল স্ক্রিন এবং ফাইভ-জি প্রযুক্তি। প্রথমসারির সব ফোন উৎপাদকই এই দুটি ফিচার নিয়ে ভবিষ্যতের লড়াইয়ের ঘুটি সাজাচ্ছেন। কিন্তু ফোল্ডেবল ফোন নিয়ে এখনই মাতামাতি করতে রাজি নয় অপো। বরং তাঁরা হাতিয়ার করছেন ৫জি প্রযুক্তিকে। ইতিমধ্যেই অবশ্য ৫জি প্রযুক্তির ফোন তৈরি করেছে এই চিনা মোবাইল উৎপাদনকারী সংস্থাটি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই অন্যদের পেছনে ফেলতে চাইছে অপ্পো। এমনকি ৫জি পরিসেবা নিয়ে টেলিকম সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনাও করছে এই সংস্থাটি। এর পাশাপাশি ভারতের বাজার ধরতে এদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াচ্ছে অপো। গ্রেটার নয়ডায় ১১০ একর জমির উপর প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ করে একটি ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে ইউনিটটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেখানে দৈনিক ২ লক্ষ যন্ত্রাংশ উৎপাদন সম্ভব হবে। এছাড়া হায়দরাবাদে নিজেদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবও খুলেছে অপো। চিনের বাইরে এটাই তাদের একমাত্র এমন ল্যাব। সংস্থার উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে হায়দরাবাদের এই ল্যাব।

শিশুদের শিক্ষা দেবে গুগল বোলো

ভারতে স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার দুই-ই বাড়ছে। তাই এবার স্মার্টফোনের অ্যাপের মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের পিছিয়ে পড়া এলাকার শিশুদের শিক্ষা দিয়ে উদ্যোগী হল গুগল। তাদের নতুন এই অ্যাপের নাম গুগল বোলো। এর মধ্য দিয়ে শিশুদের বিশ্বমানের শিক্ষা দিতে চাইছে গুগল। ভয়েস কনট্রোলের মাধ্যমে পরিচালিত এই অ্যাপটি ইনটারনেট কানেকশন ছাড়াই ব্যবহার করা যাবে। এই অ্যাপ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে গুগল জানিয়েছে, প্রযুক্তির হাত ধরে বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলে ফেলা সম্ভব। সেজন্য প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য দীর্ঘদিন ধরেই নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। গুগলের আশা, তাদের বোলো অ্যাপটি পড়ুয়াদের কাজে লাগবে। আপাতত অবশ্য শুধু ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় কাজ করবে এই অ্যাপটি। গুগল বোলোর মাধ্যমে শিশুদের ইংরেজি ও হিন্দি পড়ার দক্ষতা বাড়বে। শিশুকে উচ্চ কণ্ঠস্বরে পড়ার অভ্যাস করাবে এই অ্যাপটি। অ্যাপটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বড়োদের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা পড়তে পারবে। পাশাপাশি প্রত্যেক শিশুর জন্য আলাদাভাবে কাজ করবে গুগল বোলো। এমনকি একই পরিবারের দুই শিশুর জন্য ভিন্ন অনুশীলনী তৈরি করবে অ্যাপটি। তবে গুগল সূত্রে খবর, এখনও এই অ্যাপটি নিয়ে নানা পরীক্ষা চলছে। নানা সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই অ্যাপটিকে উন্নত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট বা তার থেকে নতুন অপারেটিং সিস্টেম বিশিষ্ট ডিভাইসে কাজ করবে গুগল বোলো।

জাল নোট ধরবে আইআইটির অ্যাপ

খালি চোখে সবসময় আসল ও নকল কারেন্সি নোটের তফাত বুঝতে পারেন না সাধারণ মানুষ। ফলে কেউ ২০০০ বা ৫০০ টাকার নোট দিলে নেওয়ার আগে সন্দেহ মনে নিয়ে বেশ কয়েকবার উলটে-পালটে দেখেন সকলে। খালি চোখে তফাত বোঝা সবসময় সম্ভব না হওয়ায়, মাঝে মাঝে ঠকতেও হয়। তাই এবার এক ক্লিকেই সাধারণ মানুষের সন্দেহ দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে খড়্গপুর আইআইটি'র পড়ুয়ারা। টাকা আসন না নকল, তা জানতে বিশেষ অ্যাপ বানিয়েছে তাঁরা। এই অ্যাপটি ডিজাইন করেছেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৬ পড়ুয়া। তাঁরা জানিয়েছেন, যে কোনো স্মার্টফোনে কাজ করবে অ্যাপটি। এর মাধ্যমেই সহযেই জালনোট চিহ্নিত করা যাবে। গবেষক দলের অন্যতম টি ওয়াই এস এস সন্তোষ জানান, সন্দেহজনক নোটটির ছবি তুলে তা আপলোড করতে হবে। এরপর অ্যাপ ওই ছবিটি বিশ্লেষণ করে বলে দেবে নোটটি জাল না আসল। এই আসল-মকল বিচার করার ক্ষেত্রে অ্যাপটি ২৫টি ফিচার বিচার করে দেখবে। নকল নোটের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশনও দেবে এই অ্যাপটি।

ভুল ধরবে গুগল

ইংরেজি ব্যাকরণে ভুল শুদ্ধ করতে এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহার করবে গুগল। যাঁরা গুগলের জি সুইট ব্যবহার করেন তাঁরা এর সুবিধা পাবেন। গ্রাহকদের ইংরেজি লেখার মান উন্নত করতেই গুগলের এই উদ্যোগ। জি সুইট-এর প্রোডাক্ট ম্যানেজার বিষ্ণু শিবাজি বলেছেন, ইংরাজির কোনো অংশে ব্যাকরণের ভুল প্রয়োগ হলে তার নীচে নীল দাগ ফুটে উঠবে।

টেক নিউজ

৮০ কোটি ডিভাইসে উইনডোজ ১০

বিশ্বের ৮০ কোটি অ্যাকটিভ ডিভাইসে রয়েছে উইনডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছে মাইক্রোসফট। যদিও তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের থেকে তারা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৫ সালে উইনডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম বাজারে আনার সময় সংস্থার তরফে জানানো হয়, তিন বছরের মধ্যে ১০০ কোটি অ্যাকটিভ ডিভাইসে এই অপারেটিং সিস্টেম চালানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যদিও তার তিন বছর আট মাস পর লক্ষ্যপূরণ হয়নি তাদের। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তারা জানিয়েছিল ৭০ কোটি অ্যাকটিভ ডিভাইসে উইনডোজ ১০ থাকার কথা। সেদিক থেকে গত ছমাসে ১০ কোটি গ্রাহক বেড়েছে মাইক্রোসফটের এই অপারেটিং সিস্টেমের। ফলে দ্রুতই ১০০ কোটির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আশাবাদী তারা।

স্যামসাংয়ের ওয়্যারলেস টিভি

বিশ্বের প্রথম ওয়্যারলেস টিভি তৈরির পথে এগোচ্ছে স্যামসাং। একটি পেটেন্টের আবেদন খতিয়ে দেখে এমন সম্ভাবনার কথা জানা গিয়েছে। স্যামসাং-এর পরীক্ষানিরীক্ষা সফল হলে টিভি'র পিছনে তারের প্রয়োজনীয়তা চিরকালের মতো মিটে যাবে। বেশ কয়েকটি আধুনিক টিভি প্রযুক্তি নিয়ে কাজ চালাচ্ছে স্যামসাং। রোল আপ টিভি, স্মার্ট মিরর টিভি তার মধ্যে অন্যতম। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ওয়্যারলেস টিভি। স্যামসাং গত বছর ওয়্যারলেস টিভি'র পেটেন্ট জমা দিলেও মাত্র গত মাসেই তা জানাজানি হয়। স্যামসাং ইতিমধ্যেই গ্যালাক্সি এস-১০ স্মার্টফোন সহ আরও বেশ কিছু ডিভাইসে ওয়্যারলেস পাওয়ার টেকনোলজি ব্যবহার করেছে। তবে ওয়্যারলেস টেলিভিশন কবে বাজারে আসবে তা নিয়ে স্যামসাং এখনও কিছু জানায়নি।

ওয়ানপ্লাসের ৫জি ফোন

দেশে ৫জি পরিসেবা চালু করতে বিশ্বের অন্যতম প্রধান চিপ নির্মাতা কোয়ালকমের সঙ্গে সমঝোতা করছে ওয়ানপ্লাস। বার্সেলোনায় মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে তারা এমন একটি ফোনের মডেল প্রকাশ্যে এনেছে যাতে ৫জি পরিসেবার সুবিধা রয়েছে। ওই ফোনে কোয়ালকমের সর্বশেষ প্রসেসর স্ন্যাপড্রাগন ৮৫৫ ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়ানপ্লাসের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও পিট লউ বলেছেন, 'আমাদের বিশ্বাস, কোয়ালকমের সঙ্গে জোট বেঁধে আমরা বিশ্বের সেরা ৫জি স্মার্টফোন তৈরি করতে পারব।' ২০১৬ সাল থেকে ওয়ানপ্লাস ৫জি স্মার্টফোন নিয়ে গবেষণা শুরু করে।

ফেডেক্সের ডেলিভারি রোবট

এমন এক ধরনের রোবট নিয়ে ফেডএক্স কর্পোরেশন পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চলেছে যাদের হোম ডেলিভারির কাজে ব্যবহার করা যায়। এ ব্যাপারে তারা ওয়ালমার্ট ও পিজা হাটের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। হোম ডেলিভারির খরচ কমাতে বিভিন্ন কোম্পানি এখন রোবট, ড্রোন এবং স্বচালিত গাড়ি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের তুলনায় অটোমেশনেই ভরসা। ফেডএক্স এখন গোটা বিশ্বে ১৯০০ শহরে একই দিনে ডেলিভারি দেয়। এখন সেই প্রক্রিয়ায় তারা রোবটদের যুক্ত করতে চাইছে। ব্যাটারিচালিত রোবটকে অনেকটা চাকা লাগানো কুলারের মতো দেখতে। পথ চলতে চলতে সামনে কোনো বাধা এলে তারা ক্যামেরা ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাধা চিহ্নিত করতে পারবে। রোবটদের সর্বাধিক গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৬ কিলোমিটার।

হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ফিচার

অপরিচিত ও অপ্রয়োজনীয় গ্রুপে যুক্ত হওয়ার সমস্যা থেকে ব্যবহারকারীকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ। এবার থেকে কোনো গ্রুপে যুক্ত করার আগে ব্যবহারকারীর অনুমতি নিতে হবে। এমনই ফিচার নিয়ে কাজ করছে হোয়াটসঅ্যাপ। শীঘ্রই হোয়াটসঅ্যাপের আইওএস বিটা ভার্সনে এই ফিচার যুক্ত হবে। এই ফিচারে কোনো গ্রুপে যুক্ত করার আগে ব্যবহারকারীর অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি না চাইলে অপনাকে কোনো গ্রুপে যুক্ত করা যাবে না। এতদিন অপরিচিত ও অপ্রয়োজনীয় গ্রুপে যুক্ত করা হলে ব্যবহারকারী এক্সিটের মাধ্যমে ওই গ্রুপ থেকে সরে যেতেন।